রবীন্দ্রনাথের ছবি

ধনঞ্জয় ঘোষাল

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের ব্যাপারে বলেছিলেন এ রকমই কিছু কথা যে, ইউরোপ বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রেখেছে, আমরা একের দিকে। ওদের সঙ্গীতে মানুষের হাসি কান্নার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। ইউরোপের সঙ্গীতে ওরা ঘরের আলো, উৎসবের আলো, নানা রঙের ঝাড়-লণ্ঠন বিচিত্র করে জ্বালিয়েছে। আমাদের সঙ্গীতে দিগন্তের চাঁদের আলো এসে পড়েছে। ভারতীয়সঙ্গীতের সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের এই মূলগত পার্থক্য থেকেই রূপগত তফাতের কারণ খোঁজা যায়।

সঙ্গীতের ব্যাপারে এদেশিয় ও ইউরোপের মধ্যে যে তফাৎ এদেশিয় ছবি ও ইউরোপীয় ছবির মধ্যে সেই একই তফাৎ যেন ফিরে আসে। ভারত ও ইউরোপের মধ্যে চিন্তাগত পার্থক্যের জন্যই গানের তফাৎ যেমন পরিলক্ষিত তেমনি ছবির ক্ষেত্রেও সেই তফাৎ স্বীকার করা বোধহয় অযৌক্তিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ কবি, দার্শনিক, প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের হৃদয় জুড়ে। কিন্তু, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে থেকেও যেন অনেক দূরে। হয়ত অনেকেই খবর রাখে না রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলায় কতখানি জিজ্ঞাসাচিহ্ন রেখে গেছেন আমাদের কাছে। যার রহস্য ভেদ করে তীব্র বিশ্লেষণে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে চিনে নেওয়া কতখানি শক্ত কাজ।

রঙ-তুলির রবীন্দ্রনাথ আর কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তফাৎ নিশ্চয়ই আছে। আর আছে বলেই হয়তো চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো কবি রবীন্দ্রনাথকেও দুরান্তে রেখে অসীম দূরত্বে নিজস্ব জিজ্ঞাসায় আজও উজ্জ্বল। কিন্তু কে এই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ যিনি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে রঙ ও রেখাকে প্রথম চেনালেন ভারতীয় শিল্পী ও সমঝদারদের? শান্তিনিকেতনে কলাভবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক চিন্তাই প্রমাণ করে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার প্রাসঙ্গিকতা ও পটভূমি কতখানি। নিয়ে এলেন শিল্পী নন্দলাল বসুকে।

প্রসঙ্গত নন্দলাল বসুর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পর্বটা একটু বলি। প্রথম দু'জনের সাক্ষাৎ হয় জোড়াসাঁকোর লাল বাড়িতে। নন্দলাল বসু সেই স্মৃতিতে বলেছেন - ' যোগাযোগ হ'ল কি করে সে কথা বলি। - আমাদের হাতিবাগানের বাড়িতে এসেছিলেন এক সাধু। ..... পূজার জন্যে তাঁকে 'তারা' মূর্তি করে দিয়েছিলুম। তিনি তো আশীর্বাদ করে সে ছবি নিয়ে চলে গেলেন। তার কিছু দিন পরেই কবির জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সহসা ডাক পড়লো আমার। সসংকোচে গেলুম আমি দেখা করতে। কবি বললেন, তোমার 'তারা' মূর্তি আমি দেখেছি। বেশ হয়েছে। তা তোমাকে এখন আমার কবিতার বই ইলাসট্রেট করতে হবে'। কবিকে আমি বললুম - আমি আপনার বই পড়িনি বললেই হয়। পড়লেও মানে কিছু বুঝিনি। কবি বললেন -' তাতে কি, তুমি পারবে ঠিক। এই আমি পড়ছি শোন'। বলে, তিনি তাঁর চয়নিকার কবিতা পড়তে আরম্ভ করলেন, - 'পরশপাথর,' 'ঝুলন', 'মরণমিলন' এইসব কবিতা। আর দেখ তাঁর পড়বার ভঙ্গিতেই আমার মনে যেন নানা ছবি বসতে লাগলো'। (ভারত শিল্পী নন্দলাল ঃ প্রথম খণ্ড/পৃঃ ৩৭৭) শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ পেয়ে ১৯১৪ সালে নন্দলাল আশ্রমে আসেন। নিজের মনের মতো করে নন্দলাল কলাভবনকে তৈরী করেছিলেন।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে চিঠিতে লিখেছেন - 'আমার ছবিগুলি শান্তিনিকেতন চিত্রকলার আদর্শকে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে'। এই সময়ে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তাঁর প্রদর্শনী হয়েছে প্যারিসে, লণ্ডনে। রবীন্দ্রনাথের ছবি তৎকালীন কলাভবনরে জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানেই ছিল। নন্দলালকে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কি এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে আধুনিক হতে? হয়তো তাই, সেই কারণেই ইউরোপের ছবির জগৎ সম্পর্কে পরিচয় ঘটানোর জন্য তিনি আর্টের বই, অ্যালবাম ইত্যাদি আনিয়েছিলেন প্রচুর পরিমাণে। যাই হোক নন্দলালের কলাভবনের ছবির চিন্তাকে হয়তো অতিক্রম করেই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট আধুনিকতা ছবিতে প্রবেশ করিয়ে ইউরোপীয় প্রশংসা কুড়িয়ে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে।

প্যারিসে, লণ্ডনে ছবির প্রদর্শনীতে প্রশংসা কুড়োলেই কি চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত? একথা হয়তো সত্যি যে ইউরোপ সমাদর না করলে আমাদের দেশে সে রকম একটা কদর মেলে না। হয়তো ইউরোপ থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত না হলে কেউ কেউ তীব্র রবীন্দ্র বিরোধীতায় বলে বসতেন রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকে নিজের নাবালকত্ব প্রকাশ করেছেন।

ঈষৎ রং তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করার দৌলতে বলতে পারি, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অতখানি আধুনিক ছিলেন বলেই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ছবিই এঁকেছেন এবং ছবির রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি স্বকীয় তা আশ্চর্যরকম ভাবেই প্রমাণিত। ছবির উপর দক্ষতা ও চিন্তার প্রসারণ এবং প্রয়োগের উপর দখল থাকলেই তবে নিজস্বতা ফুটিয়ে তোলা যায়; যা চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবি দেখেই বাকি ছবিগুলিকে চিনে নেওয়া যায়। আক্ষরিক অর্থে রবীন্দ্রনাথের ছবি ভারতীয় চিত্রকলা জগতের একটি দিকের উন্মোচন ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কলাভবনের ভিতর যে শিক্ষা ঘরানা ছিল তার নিপুনতা, কলাকুশলী দিক অত্যন্ত পরিমাণে নিটোল হলেও যেন ছবির ভাষায় আধুনিকতার বাণী যা কয়েকশো বছর এগিয়ে চিন্তার প্রকাশে ঘাটতি ছিল।

কবি রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কালকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন, আমরা একটু একটু করে রবীন্দ্রনাথকে যেন যুগের খেয়ায় আমাদের মতো করে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছি। আর চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, এক রেখাতেই এক মুহূর্তে কালকে অতিক্রম করে গেছেন। তাই হয়তো আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও একজন।

বাস্তবানুগ ড্রয়িংকে তিনি এড়িয়ে গেছেন। জ্যামিতির নিয়ম লঙঘনও কি করেননি কোথাও? যা এঁকেছেন তা একেবারেই সুকৌশলে নিজস্ব চিন্তা ও স্বকীয় রেখা ও রং-এ এঁকেছেন। তৎকালীন জগতে রবীন্দ্রনাথের এ ধরণের ছবির পিছনে হয়তো ইউরোপের প্রভাব ছিল। প্রসঙ্গত কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছেন সে যুগের বিখ্যাত শিল্পী। তাদের মধ্যে অন্যতম রোদেনস্টাইন। জোড়াসাঁকোয় ১৯১১ সালের জানুয়ারির শেষাশেষি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোদেনস্টাইনের পরিচয় ঘটে এবং লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোদেনস্টাইনের পুনরায় দেখা হয়, আলোচনা হয়। ১৯১৩য় আমেরিকায় শিল্পী উইলিয়াম পি. হেন্ডারসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ শিকাগোতে পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছবি প্রর্দশনী দেখতে গিয়েছিলেন। ওই রবীন্দ্রনাথ শিল্পী ভ্যানগঘ, গ্যাঁগা, মাতিস, সেজান ও অন্যান্য বহু শিল্পীদের ছবির সঙ্গে ক্রমশ পরিচিত হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ আমেরিকা ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কবির ছবির দৃষ্টি ক্রমশই তাদের শিল্পীদের ছবির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে।

ফটোগ্রাফি আর ছবির মধ্যে তফাৎ আছে। ঘটনা, অবস্থা দৃশ্যকে অপরিবর্তিত রেখে ছবিকে পৃথক করে সেই ঘটনা বা দৃশ্যকে বোঝানোই প্রকৃত চিত্রকরের কাজ। কিন্তু আমাদের দেশে ছবির দর্শক প্রকৃত অর্থে তৈরী হয় নি বলেই আজও অ্যাবস্ট্রাকট আর্ট অতল অন্ধকারে হারিয়ে রয়েছে। শিল্পীর বিস্তৃত ভাবনার খেয়াটির নাগাল পাচ্ছে না দর্শক।

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের ছবি বোধহয় সেই জন্যই অতখানি গ্রহণ করতে পারে নি সে দিনের দর্শক। ’২০-এর দশকের শেষাশেষি থেকে পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আরেকটি সত্তার প্রকাশ ঘটান। ধীরে ধীরে দেখা গেছে ওরিয়েন্টাল আর্ট স্কুলের প্রাচ্য রীতিকে রবীন্দ্রনাথ পরিহার করেছেন। ছবিকে আইডিয়া প্রধান করে তুলেছেন, বক্তব্যকে এঁকেছেন। যেন তীব্র যন্ত্রণার শানিত শব্দগুলি সামঞ্জস্য অর্থে অসামঞ্জস্যরূপে রঙ মেখে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে নির্মাণ করেছে। প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রতিলিপিসহ প্রশংসামূলক আলোচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেই সময় ওরিয়েন্টাল আর্ট স্কুলের পক্ষ থেকে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে কোনও আলোচনা দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ব্যাপ্তি প্রচুর। ফ্যানটাসি নেই, ফিনিস করবার সুকৌশলী তাগিদ নেই। বস্তুত বিমূর্ত চিন্তার প্রভাব বা বলা ভাল তারই সঙ্গে ইউরোপীয় ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ভিন্ন আকৃতিতে প্রয়োগ হয়ে নিজস্বতা তৈরী করে দিয়েছিল। ছেলেবেলায়, প্রথম বিলেত ভ্রমণেই ইউরোপীয় চিত্রকর টার্নারের ছবি শিল্পকর্ম রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯২৬ সালে জাপান ভ্রমণে টাইক্কন ও শিমোমুরার ছবির প্রশংসা করে কবি লিখলেন ‘ .... রোকোয়মা টাইক্কন এবং তান্‌জান শিমোমুরা আধুনিক জাপানের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁরা আধুনিক ইউরোপের নকল করে না, প্রাচীন জাপানেরও না। তাঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়েছিলেন। হারার বাড়িতে টাইক্কনের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশর্চ্য্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে সৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে, তেমনি সংযম’।....

টাইক্কনের ছবির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্য বলা যায় নিজের ছবির উপরেই যেন আলোচনা করছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি বাহুল্যবর্জিত, প্রথাগত রঙ, রেখার একঘেয়েমিতা নেই, একটা আইডিয়া থেকে ছবির প্রাণ রঙ ও রেখার সঙ্গে জোড় বেঁধে আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবির জগৎ খোলা ছিল। সংযোজন বিভাজনের জায়গা রেখেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ছবির মতো রবীন্দ্রনাথ ট্রম্পসপল্পন্দপুন্দ্ববন্ধন্দরুন্দ্ববন্দ ভাবেন নি। কবি রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যসর্বস্ব আঁকড়ে পড়ে থাকার বিরোধী ছিলেন। আর্টের ভাষা সার্বজনীন। তাই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন ছিলেন। ‘সাহিত্বে নবত্ব’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক’। তারা বলে সাহিত্য ধারায় নৌকা চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুলি- এতে মাঝিগিরির দরকার নেই- এটা তলিয়ে যাওয়ার রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা ইউরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজম।

সাহিত্যের তৎকালীন আধুনিকতার বিদ্ধে যে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধেএইকথা লিখলেন ঠিক তার কিছুদিন আগেই ১৯২৬-এ ঢাকার ‘আর্ট এন্ডট্রাডিসান’ নামে বক্তৃতায় ঐতিহ্য ভেঙে শিল্পীদের বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপরে রোমে বক্তৃতা দেবার ক্ষেত্রেও শিল্পকলায় ঐতিহ্য আঁকড়ে বসে থাকার বিদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সরব হয়েছেন।

দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের স্ব-বিরোধীতা। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যকে ভেঙে ফেলার কথা বলছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ তার বিপরীতে রয়েছেন। খুব সহজভাবে দেখলে বোঝা যায় চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ একেবারে ঐতিহ্যকে ভেঙে নির্মাণ করেছেন এক নতুন ফর্ম। এই নতুন ফর্মে ইউরোপের হাওয়া লেগেছিল। তাতে সম্পূর্ণ এক নতুন চেহারা নিয়েই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ লেখালেখির জগতে ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে ফেলতে পারেন নি। বোধহয় শিল্পীদের ঐতিহ্যকে ভেঙে বাইরে আসার কথা বলেছিলেন এই জন্যেই যে তারা যেন আরও ব্যাপ্তি সম্বল করে ছবি তৈরী করতে পারে বা রবীন্দ্রনাথের ছবিকে বোঝার ভাষা আয়ত্ব করতে পারে।

১৯১০-১২ সাল নাগাদ স্বদেশির সময়, বেঙ্গল স্কুলের ছবিকে প্রাধান্য দিলেও ১৯১৬ সালে 'জাপান যাত্রী' পর্বে অবন, গগনকে চিঠিতে সরাসরি জানিয়েছিলেন - তাঁদের আর্টে 'কলা সরস্বতী তাঁর যথার্থ নৈবেদ্য' পাননি।

১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকররূপে প্রতিষ্ঠিত। এমন সময় কলাভবনের প্রথমদিকের ছাত্র ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস' অলংকরণের জন্য নির্বচিত হওয়ার খবর রবীন্দ্রনাথকে জানালে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-

' এইটেই কি প্রমাণ করতে যাবে যে, এই হতভাগ্য দেশে কোও বিভাগেই নিজের মধ্যে নিজের শক্তির উদ্ভাবন নেই? পিঠে ওদের দাগা নিয়ে তবে আমরা পণ্যের মতো হাটে বিকোতে যাব। জ্ঞান-শিক্ষায় নম্রতার প্রয়োজন, কিন্তু সৃষ্টি শক্তির প্রতিভা মাথা হেঁট করার দ্বারা যে আত্মাবমাননা করে তাতে তার শক্তি হ্রাস পায়। .... অজন্তার চিত্রীদের সম্বন্ধে এই গৌরব চিরদিন করব, তারা সম্পূর্ণ আমাদেরই, সাউথ কেন্সিংটনের লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত নয় তারা। কিন্তু কোন প্রলোভনে কোন মোহে তোমরা এই অগৌরবের দাগা স্বীকার করতে চললে যাতে ইতিহাসে চিরদিন ঘোষিত হতে থাকবে যে, তোমার খ্যাতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের খ্যাতিরই উচ্ছিষ্ট। ....কিন্তু ভারতে, ভারতীয় রাজ্যে কোথাও কি একটা জায়গা থাকবে না যেখানে বীণাপাণির বীণার অন্তত একটি তারও এখানকার খনির খাঁটি সোনায় তৈরী'।

ঢাকায় 'আর্ট এন্ডট্রাডিসন' বক্তৃতায় যে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যকে ভাঙতে বলেছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথই আবার ধীরেন্দ্র দেববর্মাকে চিঠিতে অন্যকথা লিখলেন না? এখানেও কি রবীন্দ্রনাথ একজন চিত্রকর হয়েও দোটানার মাঝখানে রইলেন? এ বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

কিন্তু চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনের ছবির জগৎ খুলেই রাখলেন আমাদের কাছে। রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেলেন ঠিকই, কিন্তু আমরা যারা আর্টের ভেতর রূপকথা খুঁজি, একটা ট্রস্পপ্পস্মপ্তন্দ্ববন্ধন্দ্ধন্দ্ববন্দদ্ব খুঁজি, রঙের নির্দিষ্ট ব্যবহার বুঝি তাদের কে কি রবীন্দ্রনাথ ফর্ম ভেঙে, বিমূর্ত চিন্তার জাল বুনে ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চিত্রকর হিসেবে পরিচিত হয়ে ভারতীয় চিত্রকলার একটা নতুন দিক সংযোজন করলেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমত কবি ছিলেন বলেই হয়তো বুঝেছিলেন শব্দের ভিতর কিছু কথার প্রকাশের চেয়ে সেই যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তোলা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাই হয়তো তুলি ধরেছিলেন। নিয়মের আঁকাআঁকিতে রবীন্দ্রনাথের পটুতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু সত্তার ভিতর রঙ ও রেখার পরিবর্তন স্থায়ীভাবে না এলে কখনোই নিয়মের বাইরে দাঁড়ানো যায় না। নিয়মের বাইরে দাঁড়াতে গেলে নিয়মটাতো বোঝা দরকার। কিন্তু নিয়মটাকে ছবির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কতখানি বুঝেছিলেন তা কিন্তু দেখিয়ে যান নি। বরং দেখালেন নিয়ম ভাঙার নিয়মে তিনি অনেক বেশি পটু অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এঁদের চেয়ে। নিজের মুখের ছবিতে নিজেকে ভেঙেছেন যেমন, তেমনি তিনি তাঁর মূর্তি নির্মাণে নিয়ম ভাঙার রীতিতে রামকিঙ্করকে সাহস দিয়েছিলেন, বুঝেছিলেন ভাবটিই আসল, ছবিতে রূপটিই গৌণ হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ছবিটা ছবি হয়ে উঠল কিনা' এটিই আসল কথা। এর ভিতরেও যেন রহস্য খেলা করে। ছবি হয়ে ওঠা বলতে প্রকৃত অর্থে কি বোঝায়? এ বোঝার শেষ নেই। কিন্তু চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ যেন এক নিমেষেই গগা, ভ্যানগঘের পাশাপাশি বসে যায় তাঁর চিন্তায়, ছবির চরিত্রে, গঠনে। এখানেই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ এক রেখাতেই কালজয়ী, কিন্তু লেখক বা কবি রবীন্দ্রনাথকে যা ক্রমশ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পৌঁছোতে হচ্ছে সেই লক্ষ্যে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com